ইমরান হাবিব রুমন, মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারে নিন্দা

১৯ এপ্রিল '১৮ ব্যাটারিচালিত রিক্সা শ্রমিকদের মিছিল থেকে ফেরার পথে বাসদ বরিশাল জেলা আহ্বায়ক ইমরান হাবিব রুমন ও সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ নেতৃবৃন্দকে পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ বরিশাল জেলা আহ্বায়ক ইমরান হাবিব রুমন ও সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীসহ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, ঢাকা, সাভার, আশুলিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক নেতাদের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও দমন-পীড়ন, নির্যাতন-হয়রানি বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, সিপিবির সহকারী সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পল্টন মোড়ে এসে শেষ হয়।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ১৯ এপ্রিল '১৮ বরিশাল শহরে ব্যাটারিচালিত রিক্সা শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ ভুখা মিছিল ও সমাবেশ শেষে তারা যখন তাদের কার্যালয়ে ফিরছিলো তখন বিনা উস্কানিতে পুলিশ হামলা চালিয়ে বাসদ নেতা প.ডা.ৎকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন মনীষা চক্রবর্ত্তী, শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা অর্থ সম্পাদক মিঠুন চক্রবর্তী, সদস্য জাকির হোসেন, নূর ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্টের নাসরিন আক্তার টুম্পা-কে গ্রেপ্তার করে ও অর্ধশত নেতাকর্মীকে লাঠিপেটা করে আহত করে। গ্রেফতারকৃত ৬ জনসহ অজ্ঞাতনামা ৬৬ জনের বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালে বাতিলকৃত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৬ (২)-সহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় হয়রানীমূলক মামলা করে। যে কারণে পরবর্তীতে শ্রমিকদের রিক্সা গ্যারেজ ও বাসা-বস্তিতে গিয়ে আরও ২০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং পরিবারের লোকজনকে ভয়ভীতি দেখায় ও হুমকি দেয়।

উল্লেখ্য, ব্যাটারিচালিত রিক্সা শ্রমিকদের কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বাসদ বরিশাল জেলা আহ্বায়ক প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন, সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবসমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করে ,ঊর্মির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টন। সেখান থেকে শ্রমিকদের সাথে ফেরার পথে তাদের গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরও বলেন, ঢাকায় কয়েক দিন আগে গার্মেন্টস টিইউসির নেতা জলি তালুকদারসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দেয়া হয় এবং তারও আগে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস ও আহম্মদ জীবনকে গ্রেফতার করে মিথ্যামামলা দেয়। তিনি বলেন, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলন করলেই পুলিশি নির্যাতন নেমে আসে, রাষ্ট্রীয় পুলিশ বাহিনী

ক্ষমতাসীন দলের ও মালিকের পুলিশ বাহিনীতে পরিণত হয়। তিনি নেতৃবৃন্দের নামে দায়ের করা সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং হয়রানি বন্ধের দাবি জানান।

তিনি আরও বলেন, এই সরকারের উন্নয়ন ভূমি থেকে এত ওপরে উঠেছে যে, সেখান থেকে এখন মানুষকে পিঁপড়ার মতো মনে হয়। সে উন্নয়নের চাকারতলে পিষ্ট হয়ে প্রতিদিন মানুষ ও মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে চলছে। তারা একদিকে মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে, অন্যদিকে ব্যাংক-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লোপাট করে দেশের টাকা বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ফলে ঘরে ঘরে মানুষের আহাজারি, কান্নার রোল—ভোগ তৃপ্তদের কোলাহলে চাপা পড়ে যায়। এদের দুর্দশা তাদের ঝলমলে আলোতে তারা দেখতেই পায় না। এখন যেভাবে তারা দেশ পরিচালনা করছেন এতে দেশের সর্বনাশ তো হচ্ছেই তাদের নিজেদেরও যে কত বড় সর্বনাশ করছে এটা বুঝার ক্ষমতাও তাদের লোপ পেয়েছে। তারা একদিকে আমলাদের কামলা বানিয়ে, পুলিশদের লাঠিয়াল বানিয়ে, দুর্বৃদর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিত্তয়েছে। নিম্ন আদালতগুলোকে শাসক দলের কাচারি বানিয়েছে। এর পরিণতি কী হয় দুনিয়ার দেশে দেশে তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তারা পরিস্থিতি এত জটিল করে ফেলেছে যে, এখন নির্বাচনও দিতে পারছে না। গণতন্ত্র সারা পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ হয়ে তার জায়গায় স্থান নিয়েছে ভোটতন্ত্র। একদেশের স্বৈরশাসক-লুটপাটকারীরা অন্য দেশের স্বৈরশাসক-লুটপাটকারীদের সনদপত্র নিচ্ছে, ডিগ্রি দিচ্ছে। আর জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ ।রকে স্যালউ য়নে িলগ্তে

তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাপ্রত্যাশী উভয়ই এখন অস্তিত্ব ও জীবন বিপন্নের চূড়ান্ত অবস্থায় আছে। তাই জনগণের যে কোন ধরণের আন্দোলনে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে; এমনকি গাছের পাতা পড়ার শব্দেও তারা ভয় পায়। তারা সকল ধরনের নৈতিকতা হারিয়েছে। ভয় পেলে মানুষ যেমন জোরে জোরে কথা বলে, ,য়াগ নাগ রকে নগুনগুভয় কাটানোর জন্য—তারাও এখন জোরেশোরে মিথ্যা উন্নয়নের চ্যাঁচামেচি করছে। এই কারণে তারা রিক্সাচালকদের ভুখা মিছিলকেও ভয় পায়। রিক্সাচালকদের মোকাবিলা করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের মন্ত্রী-এমপিরাও রাস্তায় নেমে পড়ে। পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগাচ্ছে, নির্লজ্জ মিথ্যা বলাচ্ছে। এখন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের আঘাতে এদের শবাসী ও দ৻ ।বহে তলেফ৻ কথেক্ষমতা ৻ এটাই একমাত্র বিকল্প ,র ঐক্যবদ্ধ হতে হবেদবামপন্থি৻ বাঁচার উপায়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া রিক্সা উচ্ছেদ না-করা,রিক্সা ,নদপ্র প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাটারিচালিত রিক্সার লাইসেন্স ।বিতে বরিশাল দায়সহ প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধের দা আদর্বক চাঁপরাজ৻ রশলেুপি ও কফ্যট্রি কথের কাছ দেরিক্সা চালক৻ ,আটক ও ব্যাটারি খুলে নেয়া তগ য়ালজ৪-৫ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে ব্যাটারি চালিত রিক্সা শ্রমিক-মালিক সংগ্রাম কমিটি। সরকার উদ্ভূত পরিস্থিতির যুক্তিসংগত সমাধান না করে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চালিয়ে ন্যায্য দাবিকে দমিয়ে দেয়ার কৌশল নিয়েছে। যুক্তিতে না গিয়ে পেশিশক্তি প্রয়োগের রাস্তা নিয়েছে। নিয়মনীতি ও আইন পুলিশ ও ক্ষমতাসীন ।নয়িাপ ইাহর৻ কথেনারী কর্মীরাও নির্যাতনের হাত ৻ ,ানা হাজতে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়থর দভঙ্গকরে গ্রেপ্তারকৃত৻ ভয় ,র গালাগালি করছেদসন্তান৻-র স্ত্রীদর বাসায় বাসায় গিয়ে তাদেলর নেতাকর্মীরা রিক্সা চালকদেভীতি দেখাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে। পুলিশ তাদের অপকর্মকে আড়াল করতে এই ঘটনার পর সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। দেশবাসী পুলিশের এই মিথ্যা বক্তব্য বিশ্বাস করেনি। কারণ ডিজিটাল যুগে বিভিন্ন মিডিয়ার ভিডিও ফুটেজ এর ছবি দেশবাসী সংবাদপত্র ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছে। এই হামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছে বরিশালের সিপিবি-বাসদ, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ, লেখক-শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, ডাক্তার-আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাধারণ মানুষ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে নাগরিকদের কাজ দেওয়া। সরকার কাজ দিতে যে ব্যর্থ হচ্ছে তার প্রমাণ সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব। সাধারণ গরিব মানুষরা নিজেদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে চড়া সুদে ৫৬-৬০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটা রিক্সা কিনে নিজে চালিয়ে কোন রকমে জীবনযাপন করছে। এর মধ্য দিয়ে যেমন স্বকর্মসংস্থান করে নিজের সংসার চালাচ্ছে অন্য দিকে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। সেই কাজ কেন অবৈধ হবে? যদি অবৈধ-ই হবে, তা হলে নীতিমালা প্রণয়ন করে তাকে বৈধ করে নিলেই হয়। আর যদি রিক্সায় কোন যান্ত্রিক ও প্রকৌশলগত সমস্যা থাকে, তা হলে প্রকৌশলীদের দিয়ে সে ত্রুটি সারিয়ে দিতে হবে। অথবা তাদের বিকল্প কাজ দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় মানুষ রিক্সাকে কোনভাবেই অবৈধ হিসেবে সরকারি ঘোষণাকে মেনে নিবে না। বাস্তবে চাঁদাবাজি ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির শিকার এই রিক্সাচালকরা। কারণ পরিবহনের সাথে যুক্ত আছে সারা দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ ব্যবসা ও চাঁদাবাজি, যা নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাসীনরা। যে শ্রমিকদের জেলখানায় পুরে রাখা হয়েছে তাদের পরিবার এখন পথে বসছে। অনাহারে অর্ধাহারে তাদের দিন কাটে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের ন্যূনতম ন্যায্য মজুরি ঘোষণার দাবি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ, বকেয়া বেতন ও অন্যান্য অধিকার আদায়ের দাবিতে যখন আন্দোলন হয়, তখন দাবি না মেনে অধিকার না দিয়ে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু দিন আগে সাভারে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা সৌমিত্র কুমার দাস, আহম্মদ জীবনকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকানো হয়। তারপর গার্মেন্টস টিইউসি'র সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার, শাদিকুর রহমান শামীম, মঞ্জুর মঈনসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হলো। সরকার দেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বদলে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। মানুষের বাক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক

অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। পুলিশ নিরীহ রিক্সাচালক, সৎ শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করতে পারে কিন্তু যারা দেশের হাজার হাজার কোটি টাকাব্যাংক ছরেক টাপটুল কথেে তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও পুলিশি হয়রানি বন্দের দাবি জানানো হয়।